Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.06

রবীন্দ্র শিক্ষা দর্শনে 'প্রকৃতিবাদের' তাৎপর্য এবং বর্তমান সময়ে তার প্রাসঙ্গিকতা : একটি পর্যালোচনা

পারমিতা মজুমদার (সেনগুপ্ত)
সহকারি অধ্যাপক, গুরুদাস কলেজ, দর্শন বিভাগ

সারসংক্ষেপ

সৃষ্টির শুরু থেকেই মানব অস্তিত্ব ও প্রকৃতি অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে প্রকৃতি রাজ্য এবং মানুষের ক্রমবর্ধমান দূরত্বের ফলে মানব জীবনে সহজ সরল আনন্দের উপস্থিতি ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে। বর্তমান মানব সমাজ বিভিন্ন দিক থেকে সভ্যতার চরম শিখর স্পর্শ করলেও তার জীবন হয়ে উঠেছে যান্ত্রিক। এই সময়ে অবস্থান করে মানুষ জড়বাদী ভোগ সর্বস্ব আধুনিক জীবনে অভ্যস্থ হয়ে উঠেছে যা তাকে জীবনের প্রকৃত মূল্য অনুধাবন করতে কোনরূপ সাহায্য করেনা। প্রযুক্তির উন্নতি আমাদের জীবন যাত্রা কে হয়ত সহজ করেছে কিন্তু এর ফলে মানব যাপনে প্রকৃতির অবদান আমরা বিস্মৃত হয়েছি। উনবিংশ শতকে যে সকল সমাজ সংস্কারক মানব জীবনে প্রকৃতির অবদানের গুরুত্ব গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন তার মধ্যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতির বন্দনা রবীন্দ্র সাহিত্য, কাব্য, সঙ্গীত ও বিভিন্ন প্রবন্ধের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত হয়। এই সকল রচনার পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা দর্শনেও 'প্রকৃতিবাদের' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। 'শিক্ষা দর্শন' প্রয়োগমূলক দর্শনের এক অন্যতম শাখা হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। যে কোন শিক্ষা তত্ত্বের প্রয়োগ যোগ্যতার মাত্রা নির্ভর করে তার দার্শনিক ভিত্তির গভীরতার ওপর। রবীন্দ্র শিক্ষা দর্শনে দার্শনিক ভিত্তি হিসেবে যে দুটি তত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব লক্ষ্য করা যায় সেই দুটি তত্ত্ব হল, ঔপনিষদিক ভাববাদ এবং প্রকৃতিবাদ। শিক্ষা দর্শনের অঙ্গ হিসেবে প্রকৃতিবাদের মূল লক্ষ্য হল প্রকৃতির অবাধ স্বাধীনতার রাজ্যে শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত ও আনন্দময় আত্মপ্রকাশকে সুনিশ্চিত করা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর সদর্থক বিকাশ লাভের অনুকূল এক স্বাধীন অথচ আদর্শ শিক্ষকের দ্বারা

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

সুনিয়ন্ত্রিত বিচরণ ক্ষেত্র গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। আধুনিক সময়ে যে ধরনের শিক্ষা তত্ত্বের প্রচলন লক্ষ্য করা যায় তাতে ব্যাক্তিস্বাত্যন্ত্রের ভূমিকা অর্থাৎ ব্যক্তির ইচ্ছা অনুযায়ী শিক্ষা দানের পদ্ধতি অনেকটাই অবহেলিত। শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষার্থীর স্বাধীন বিকাশের প্রয়োজনীয়তার মধ্যে যে অনতিক্রম্য দূরত্ব তা দূরীভূত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন বলেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর শিক্ষা দর্শনে 'প্রকৃতিবাদের' এক অনন্যমাত্রার প্রয়োগ করেছিলেন। এই প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা দর্শনে প্রকৃতিবাদের প্রয়োগের যে অনন্যসাধারণ পন্থা তার ওপরে আলোকপাত করার প্রচেষ্টা বলা যায়। ব্যক্তির নিজস্ব ভাবনা চিন্তার ধারা গঠনে প্রকৃতিবাদের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং বর্তমান সময়ে তার প্রাসঙ্গিকতা কতখানি তা বিচার করে দেখার প্রয়াসও এই প্রবন্ধ রচনার অপর উদ্দেশ্য হিসেবে পরিগণিত হতে পারে।

মূলশব্দ: প্রকৃতি, সমন্বয়বাদ, শিক্ষাভাবনা, প্রকৃতিবাদ, আনন্দ যোগ, আত্মবিকাশ, ব্যাক্তিস্বাত্যন্ত্র, সর্বাঙ্গীণ বিকাশ

ভূমিকা

রবীন্দ্র শিক্ষাভাবনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এই ভাবনার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ব্যক্তিকে জীবিকা নির্বাহের পথের সন্ধান দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলনা। কবিগুরুর শিক্ষাভাবনার পরিসর ব্যক্তি স্বার্থের কোন ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিল না, বরং এই শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য ছিল, ব্যক্তি যাতে সঙ্কীর্ণ আত্মস্বার্থের গণ্ডি অতিক্রম করতে পারে তার জন্য তাকে উপযুক্ত করে তোলা। ঔপনিষদিক ভাববাদের দ্বারা প্রভাবিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ব প্রকৃতিতে পরিব্যাপ্ত এক উচ্চতর আধ্যাত্মিক সত্তার আরাধনা মানব জীবনের মূল উদ্দেশ্য বলে বিভিন্ন সময়ে তাঁর বিভিন্ন রচনায় উল্লেখ করেছেন। এই উচ্চতর আধ্যাত্মিক সত্তাকে কখনো তিনি প্রকৃতি বা কখনো বিশ্বমানব আখ্যা দিয়েছেন। রবীন্দ্র শিক্ষা ভাবনায় মানব সত্তার দেহ, মনের এবং জ্ঞানের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধনের জন্য প্রকৃতির ওপর নির্ভর করার কথা বারংবার উঠে এসেছে। প্রকৃতির সাথে বন্ধুত্ব পূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমেই যে মানব সমাজের প্রকৃত উন্নতি হওয়া সম্ভব একথা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বলেই শৈশব কাল থেকেই শিশুকে প্রকৃতির মাঝে স্থাপনের ওপর গুরুত্ব অর্পণ করেছেন। এই কারনেই দেখা যায় তিনি তাঁর শিক্ষা ব্যবস্থাতেও শিশুকে বিদ্যালয়ের যান্ত্রিক আবহাওয়ার বাইরে চলমান বিশ্বজগতের মাঝে নিয়ে আসতে চেয়েছেন। তাঁর শিক্ষাদর্শন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তার মূল লক্ষ্য হল, শিক্ষা পদ্ধতিতে যান্ত্রিকতার পরিবর্তে প্রকৃতির মাঝে উপস্থিত যে সহজ সরল আনন্দ তার আহরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ।

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.06

রবীন্দ্র শিক্ষা দর্শনকে বলা যায় ঔপনিষদিক ভাববাদ ও প্রকৃতিবাদের এক যথাযথ সমন্বয়। প্রকৃতিবাদের প্রধান প্রবক্তা হলেন জন লক, রুশো, ফিকটে প্রমুখ। প্রকৃতিবাদীরা মনে করেন বাহ্য জগত সত্য এবং মানুষকে তার অস্তিত্ব এই বাহ্য জগতের অংশ হিসাবেই বাঁচিয়ে রাখতে হবে। যেহেতু এই বাহ্য জগত কিছু নিয়ম নীতির ওপরে নির্ভর করে সেই কারণে এই বাহ্য জগতের অঙ্গ হিসেবে মানব জীবন যাপন এই জাগতিক নিয়মনীতিকে অনুসরণ করে চলবে। প্রকৃতিবাদীরা প্রকৃতির পূর্ণ সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। এই মতের সমর্থকগণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপরে গুরুত্ব স্থাপন করেছেন। তাঁদের মতে প্রকৃতিতে যা কিছু অপ্রত্যক্ষ যোগ্য তাকে বিজ্ঞানের প্রয়োগের মাধ্যমে আবিষ্কার করাই হল মানবের লক্ষ্য। প্রকৃতিবাদীরা যে শুধু বিজ্ঞানের ওপরেই গুরুত্ব স্থাপন করেছে তা নয়, বিজ্ঞান ও মানবের বোধের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন হল প্রকৃতিবাদের মুল উদ্দেশ্য। প্রকৃতিবাদীরা মনে করেছেন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠার পূর্বে প্রকৃতির মাঝে মানুষ অনেক বেশী আনন্দময় ও পবিত্র জীবন যাপন করত। সমাজ ব্যবস্থাই মানব যাপনকে নিরানন্দময় করে তুলেছে। নগর সভ্যতাই মানব জীবনে যা কিছু অশুভ তা বহন করে আনে। মানুষ যদিও শুভ সত্তার অধিকারী তৎসত্ত্বেও নাগরিক সভ্যতা মানব সত্তায় অশুভ ভাবের সঞ্চার করে। এই মতবাদের সমর্থকগণ মনে করেন, মানুষের মধ্যে বিশুদ্ধভাবের সঞ্চার করার জন্য তাকে সভ্য সমাজ থেকে দূরে রাখাই শ্রেয়। প্রকৃতিবাদীদের অধিবিদ্যা সংক্রান্ত মতবাদে আত্মার অতীন্দ্রিয় অস্তিত্বের পরিবর্তে বাস্তব অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা করা হয়েছে। প্রকৃতিবাদীদের আধিবিদ্যক তত্ত্বে বাস্তব সত্তা, পরিস্থিতি ও ঘটনার ওপরে গুরুত্ব প্রদান করা হলেও অধ্যাত্মবাদ, অতিপ্রাকৃত বাদ এবং ভাবপ্রবণতার ওপরে কোন গুরুত্ব প্রদান করা হয়নি। প্রকৃতিবাদীরা সেই জ্ঞানকেই উপযুক্ত মনে করেছে যা পদার্থ বিজ্ঞানে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। এই মতের সমর্থকগন ভাববাদীদের ন্যায় জীবনের কোন উচ্চ আদর্শের কথা বলেননি। এঁদের মতে মানুষের বাস্তব জীবনের প্রয়োজনে এই উচ্চ আদর্শ গুলি গড়ে ওঠে। এগুলি কোন অপরিবর্তনীয় সত্য নয়। পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য সাধনের জন্যে এই আদর্শ গুলি রচিত হয়। প্রকৃতিবাদীরা কেবলমাত্র মনস্তাত্বিক বিষয় ছাড়া সবকিছুরই বস্তুগত অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তবে এখানে মনে রাখতে হবে প্রকৃতিবাদীদের শিক্ষা তত্ত্ব তাঁদের আধিবিদ্যক তত্ত্বের থেকে ভিন্ন ভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা দর্শনে প্রকৃতিবাদের গুরুত্ব মূলত শিক্ষায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের প্রয়োগ এবং শিক্ষায় যান্ত্রিক পদ্ধতি পরিহারের পরিপ্রেক্ষিতেই গৃহীত হয়েছে। কারণ কবিগুরুর শিক্ষা দর্শনে প্রকৃতিবাদের পাশাপাশি ঔপনিষদিক ভাববাদের প্রভাবও বর্তমান। কাজেই উচ্চ ভাবাদর্শের দ্বারা ছাত্রছাত্রীকে পরিচালনা করার বিষয়টি ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষা ব্যবস্থায় কখনোই অবহেলিত হয়নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শিশুকে কোন বিশেষ ভাবাদর্শের বন্ধনেও বেঁধে রাখাকে সমর্থন করেননি। তিনি ব্যক্তির সম্পূর্ণ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন তবে ব্যাক্তি স্বাধীনতা যা তে মানুষকে স্বেচ্ছাচারী করে

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

না তোলে তাই স্বাধীনতার সাথে আত্মিক উন্নতির উপরেও গুরুত্ব অর্পণ করেছেন। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা দর্শনে উচ্চ আদর্শ সম্পন্ন শিক্ষকদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তিনি মনে করেছিলেন ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সঠিক দিক নির্দেশ প্রদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক এক সদর্থক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

বর্তমান প্রবন্ধে রবীন্দ্র শিক্ষা ভাবনায় প্রকৃতিবাদের তাৎপর্যের বিষয়টি কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথম ভাগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যাখায় প্রকৃতিবাদের ভুমিকা কিভাবে উপস্থাপন করেছেন তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরবর্তী ভাগে কবিগুরুর দৃষ্টিতে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পাঠ্যক্রমে বিভিন্ন বিষয় চর্চায় প্রকৃতির আনুকূল্য লাভের যে গুরুত্ব সেই বিষয়ে আলোকপাত করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। এর পরের বিভাগে রবীন্দ্র শিক্ষাভাবনায় প্রকৃতি চর্চার বর্তমান সময়ে প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সর্বশেষে রবীন্দ্র শিক্ষা ভাবনায় ভাববাদ ও প্রকৃতিবাদের সমন্বয়ের যুক্তিযুক্ততা বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই শিক্ষা দর্শনের এক সার্বিক মূল্যায়নের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে।

গবেষণা পত্র রচনার উদ্দেশ্য

কোন একটি শিক্ষাভাবনার দার্শনিক ভিত্তিটি যদি যথাযথভাবে অনুধাবন না করা হয় তাহলে প্রয়োগের ক্ষেত্রে সেই শিক্ষাভাবনার প্রকৃত তাৎপর্য বোঝা যায় না। রবীন্দ্র শিক্ষাভাবনার দার্শনিক ভিত্তির যথাযথ মুল্যায়নের মাধ্যমে এই বিষয়টি খুব স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, এই শিক্ষাভাবনা ঔপনিষদিক ভাববাদ এবং প্রকৃতিবাদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন তথাকথিত শিক্ষা পদ্ধতির অবতারণা করার পরিবর্তে এমন এক শিক্ষা পদ্ধতি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যার মাধ্যমে শিক্ষার্থী জ্ঞান আহরণের পাশাপাশি তার সমাজ ও পরিবেশের সাথে সুস্থ এবং মানবিক সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়। কাজেই বলা যায়, মানব সমাজ ও প্রকৃতির উন্নতির বৃহত্তর ক্ষেত্রে এই শিক্ষাভাবনার গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধটি রচনার মূল উদ্দেশ্য, মানুষ ও প্রকৃতির মেলবন্ধনের যে গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা রবীন্দ্র শিক্ষাভাবনায় উল্লেখ করা হয়েছে তার যথাযথ স্বরূপ ব্যাখ্যা করা।

গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান প্রবন্ধ রচনার জন্য রবীন্দ্র রচনাবলীর বিভিন্ন প্রবন্ধ থেকে মুখ্য উপাত্ত সংগ্রহের পাশাপাশি বিভিন্ন রবীন্দ্র গবেষকের রচনা এবং রবীন্দ্র জীবনীকারের রচনা থেকে গৌণ উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এই সমস্ত উপাত্ত গুলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে রবীন্দ্র শিক্ষাভাবনায় প্রকৃতিবাদের অন্তর্গত ব্যক্তি স্বাধীনতা ও স্বাত্যন্ত্রের গুরুত্ব এবং বর্তমান সময়ে তার প্রাসঙ্গিকতা বিচার করে দেখার মধ্যেই এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তুকে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.06

রবীন্দ্র শিক্ষাভাবনায় শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং 'প্রকৃতিবাদের' তাৎপর্য

রবীন্দ্র শিক্ষাভাবনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তিনি শিক্ষাকে মানুষের দেহ এবং মনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ এবং স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। আধুনিক জীবনে শিক্ষার প্রয়োগের পরিসর মুলত জীবিকা অনুসন্ধানের মধ্যে সীমিত। কবিগুরুর শিক্ষাভাবনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তাঁর মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য অনেক বেশী ব্যাপক। শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী যাতে আত্ম অনুসন্ধানে বা আত্ম স্বরূপ উপলব্ধিতে সক্ষম হয় সেই বিষয়টি নিশ্চিত করা ছিল কবিগুরুর লক্ষ্য। এই কারনে তাঁর শিক্ষাভাবনা মুলত তিনটি উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে দেখা যায় – ১) মানুষের দৈহিক ও আত্মিক সম্পূর্ণ বিকাশ সাধন, ২) শিক্ষাকে জীবনের সাথে সংযুক্ত করা এবং ৩) শিক্ষার্থীর মধ্যে জাতীয়তা বাদের সঞ্চার করা। এখানে মনে রাখতে হবে 'জাতীয়তাবাদ' শব্দটির দ্বারা রবীন্দ্রনাথ কোন সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদী ধারণার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন না। তিনি ব্যক্তির আত্মিক প্রসার কে শুধু দেশের মাটিতে সীমাবদ্ধ করে রাখতে চাননি বরং দেশের প্রতি ভালবাসাকে পরিচর্যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে বিশ্বমানবতা বোধ কে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

ঔপনিষদিক ভাববাদের দ্বারা প্রভাবিত রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন যে মনুষ্য সমাজের সদর্থক বিকাশ সাধনের জন্য এক শক্তিশালী মানবিক বন্ধন গড়ে তোলা প্রয়োজন। তিনি যে বিজ্ঞান চর্চা বা যন্ত্র সভ্যতার পরিপন্থী ছিলেন তা নয়। তিনি চেয়েছিলেন যন্ত্র সভ্যতার উন্নতি যেন মানব জীবনের সদর্থক যাপনে সহায়ক হয়। এই কারণে রবীন্দ্র শিক্ষাভাবনায় ব্যক্তির আত্মস্বরূপ উপলব্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করা হয়েছিল যাতে যন্ত্র সভ্যতার ক্রমিক উন্নতি মানবিক তথা জাগতিক বন্ধনের বিরোধী না হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যক্তির আত্ম সত্তার বিকাশের জন্য কোন তথাকথিত যান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা কে অনুসরণ করেন নি, বরং তিনি এক্ষেত্রে সুপ্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের অনুগামী হয়ে শিক্ষা পদ্ধতিকে বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের গণ্ডির বাইরে নিয়ে এসে প্রকৃতি রাজ্যের স্বাভাবিক আনন্দময় ক্ষেত্রে স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্র শিক্ষাভাবনায় শিশুর বিকাশসাধনে প্রকৃতির আনুকুল্যলাভের কথা বারংবার পাওয়া যায়। বিশ্বপ্রকৃতির কাছাকাছি অবস্থান করেই শিশু যাতে নিজের আত্মিক বিকাশ সাধন করতে পারে তা সুনিশ্চিত করাই ছিল কবিগুরুর শিক্ষা দর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য। একথা বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা দর্শনে কোন বিচ্ছিন্ন তত্ত্ব হিসেবে প্রকৃতিবাদের প্রয়োগ হয়নি বরং শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ সাধনের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই এই মতবাদ প্রযুক্ত হয়েছে।

প্রকৃতিবাদীদের মতে মানুষ অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় প্রকৃতির এক অংশ মাত্র। প্রকৃতিকে অধিকারের পরিবর্তে প্রাকৃতিক নিয়মের অংশ হিসাবেই মানব সমাজকে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে হবে। প্রকৃতিবাদীদের কাছে প্রকৃতিই হল মুখ্য। প্রকৃতিবাদীদের শিক্ষা সংক্রান্ত তত্ত্বে বলা হয়েছে,

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.06

শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে দুটি বিষয়ের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ – ১) মানসিক গুণ এবং ২) প্রকৃতি। এই প্রকৃতিকে আবার প্রকৃতিবাদীরা দুই ভাগে ভাগ করেছেন – ক) বহিঃ প্রকৃতি ও খ) অন্তর প্রকৃতি। শিক্ষা তত্ত্বে তাঁদের বক্তব্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রকৃতিবাদীরা দুটি ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যান – ১) সহজাত প্রবৃত্তিমূলক প্রকৃতিবাদী এবং ২) জৈব ধর্মী প্রকৃতিবাদী। প্রথম শ্রেনীভুক্ত প্রকৃতিবাদের প্রধান প্রবক্তা হলেন রুশো। এঁদের মতে শিশুর সম্পূর্ণ বিকাশ একমাত্র প্রকৃতির সম্পূর্ণ আনুকূল্যেই সম্ভব। এঁরা শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুর স্বাধীন চাহিদা, আগ্রহ প্রভৃতির ওপর বেশী গুরুত্ত্ব দিয়েছেন। এই শ্রেণীর প্রকৃতিবাদীরা মনে করেছেন প্রাকৃতিক ঘটনাবলী যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষাপ্রদ। এঁদের মতে শিশুর দুটি মৌলিক চাহিদা বর্তমান – ১) নিজেকে প্রকাশ করার চাহিদা এবং ২) ক্রিয়াশীল হওয়ার চাহিদা। প্রকৃতিবাদের এই মতবাদ অনুযায়ী বলা হয় শিশু প্রকৃতির কাছাকাছি অবস্থান করে আপন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিজের ভুলের সংশোধনের দ্বারা নিজেকে শিক্ষিত কোরে তুলুক, অর্থাৎ প্রকৃতিবাদের এই তত্ত্ব অনুযায়ী শিশুর ওপর যেকোনো নিয়ন্ত্রনের বিরোধিতা করা হয়েছে। রবীন্দ্র শিক্ষাভাবনা পর্যালোচনা করে বলা যায় এই শিক্ষাভাবনায় এই ধরনের প্রকৃতিবাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তবে, রবীন্দ্র শিক্ষাভাবনায় ঔপনিষদিক ভাববাদের প্রভাব হেতু শিশুর অবাধ স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়নি। উচ্চ আদর্শ সম্পন্ন শিক্ষকের দ্বারা কবিগুরু শিশুর শিক্ষায় কিছুটা নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছেন।

দ্বিতীয় শ্রেনীভুক্ত প্রকৃতিবাদীগণ সর্বোত্তমের অস্তিত্বশীলতার কথা বলেন। এই প্রকৃতিবাদের প্রধান প্রবক্তা হলেন, ডারউইন এবং লেমার্ক। এঁদের মতে জগত ও জীবন কোন স্থির বিষয় নয় বরং সদা পরিবর্তনশীল ও বিকাশশীল। এঁরা শিক্ষাকে জগতের পরিবর্তনশীলতার কাজে লাগানোর কথা বলেন। এই শ্রেনীর প্রকৃতিবাদীরা মনে করেছেন শিক্ষা হবে এমন যা কোন বিশেষ রীতি বা প্রণালীকে অনুসরণ করবে এবং প্রকৃতি জগতের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধীয় জ্ঞান প্রদান করাই এই মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য। শিক্ষার প্রত্যেক স্তরেই শিশুর দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশের ওপরে এই মতে গুরুত্ত্ব স্থাপন করা হয়েছে, যাতে শিশু এই ক্রম পরিবর্তনশীল জগতের সাথে সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারে। কেননা এই পরিবর্তনশীল জগতের সাথে সামঞ্জস্য স্থাপনই ব্যক্তির অস্তিত্বকে সম্ভব কোরে তুলবে। এই ধরনের প্রকৃতিবাদে মানুষের বিকাশে পরিবেশগত শক্তি ও মানুষের অন্তর্নিহিত বিশেষত্ব উভয়ের ভূমিকাকে স্বীকার করা হয়েছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে নিজস্ব বক্তব্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রকৃতিবাদীরা দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে গেলেও তারা সামগ্রিকভাবে কতগুলি প্রকল্প গ্রহণ করেন। এই প্রকল্প গুলি হল, ১) শিশুর শিক্ষায় বিদ্যালয়ের কৃত্রিম গণ্ডির বদলে প্রকৃতির স্বাভাবিক আনন্দময় ক্ষেত্রটি অনেক বেশী কার্যকরী। ২) শিক্ষা ক্ষেত্রে শিশুর স্থান হবে মুখ্য। শিশুর নিজস্ব চাহিদা অনুযায়ী তাকে বিকশিত হওয়ার অনুকূল অবস্থা শিক্ষা ক্ষেত্রে গড়ে তুলতে হবে। শিশুর বিকাশে শিক্ষক বা অভিভাবকের

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.06

হস্তক্ষেপের ওপরে প্রকৃতিবাদ গুরুত্ব অর্পণ করেনি। শিশুরা যাতে নিজেদের মত জ্ঞান সঞ্চয়ের মাধ্যমে প্রকৃতি জগত সম্পর্কে নিজেদের ধারণা নিজেরাই গঠন করতে পারে সেই ধরনের ক্ষেত্র শিক্ষাক্ষেত্রে গড়ে তোলার ওপরে প্রকৃতিবাদ গুরুত্ত্ব অর্পণ করেছে। ৩) শিক্ষা ক্ষেত্রে আনন্দের উপস্থিতিকে প্রকৃতিবাদীগণ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছেন। এই জাতীয় আনন্দ যাতে দীর্ঘ স্থায়ী ও চিরস্থায়ী উভয়েই হয় সেই বিষয়েও এই মতবাদের সমর্থকগণ গুরুত্ব অর্পণ করেছেন। ৪) প্রকৃতিবাদীদের মতে শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুর নিজস্ব চাহিদা অনুযায়ী বিকাশের পদ্ধতি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে শিশুর ব্যক্তিস্বাধীনতাকেও স্বীকার করে নিতে হয়। এই কারনে এই মতের সমর্থকগণ শিক্ষাক্ষেত্রে শিশু মনে কোন বিষয়ে ভীতি সঞ্চারের বিরোধিতা করেছেন। ৫) প্রকৃতিবাদীগণ মনে করেছেন প্রত্যেক শিশুর নিজস্ব সহজাত কিছু প্রবণতা থাকে। এই সহজাত প্রবণতা বা বৃত্তি অনুযায়ী শিক্ষাদানের স্বপক্ষে প্রকৃতিবাদ গুরুত্ব দিয়েছে। সবশেষে ৬) যেহেতু প্রকৃতিবাদ মনে করেছে, প্রকৃতির রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ সমন্বিত এই জগতই শিশুর শিক্ষায় সবচেয়ে কার্যকরী সেই কারণে ইন্দ্রিয়ের সাথে জগতের সম্বন্ধ স্থাপনের ওপরে এই মতবাদ গুরুত্ব স্থাপন করেছে। প্রকৃতিবাদে মনে করা হয়েছে শিক্ষার পরিপূর্ণ ফলাফল পেতে গেলে শিশুর পক্ষে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা লাভ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিশুকাল থেকে অনুভব করেছিলেন বিদ্যা শিক্ষার বিষয়টিতে যান্ত্রিকতার উপস্থিতি শিশুমনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। শিক্ষায় যদি আনন্দের স্থান না থকে তবে সেই শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুর আন্তরিক প্রবেশ ঘটে না। তিনি তাঁর লেখায় লিখেছেন, “অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে আমার মনে এই কথাটি জেগে উঠেছিল, ছেলেদের মানুষ করে তোলবার জন্য যে একটা যন্ত্র তৈরি হয়েছে, যার নাম ইস্কুল, সেটার ভিতর দিয়ে মানব শিক্ষার সম্পূর্ণতা হইতেই পারেনা”[১] (রবীন্দ্র রচনাবলী একাদশ খণ্ড ৭২৫)। সেই কারনে তিনি চেয়েছিলেন বিদ্যাশিক্ষায় পাশ্চাত্যের প্রয়োগবিধির পরিবর্তে প্রাচীন কালের ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ন্যায় প্রকৃতির সহজ সরল আনন্দময় ক্ষেত্রটির আনুকূল্য লাভ করতে। রবীন্দ্রনাথ জানতেন, শিশুর স্বাধীন ভাবনার বিকাশ সাধনের জন্য তাকে জীবনের প্রারম্ভে নাগরিক সভ্যতার বৈচিত্র্য হীনতা ও কৃত্রিমতা থেকে সরিয়ে এনে প্রকৃতির সরস ক্ষেত্রে উপস্থাপন করা প্রয়োজনীয়। এই প্রয়োজনীয়তা হেতু তিনি তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বিদ্যা শিক্ষার বিষয়টিকে শ্রেণী কক্ষের বাইরে প্রকৃতির অবারিত ক্ষেত্রে স্থাপন করেছিলেন। রবীন্দ্র জীবনী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাঁর বাল্যকালে সেই সময়ের প্রচলিত গতানুগতিক, শৃঙ্খলাবদ্ধ, নিরানন্দময় শিক্ষা ব্যবস্থা তাঁর জীবনে নঞর্থক প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্র গবেষক শ্রী সমীর ঘোষের রচনা থেকে উল্লেখ করা যায়, “শৈশবে বিদ্যালয় শিক্ষার অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের জীবনে খুব সুখকর ছিল না। জীবন স্মৃতি কিংবা অন্যান্য আত্মকথনেই শুধু নয়, চিঠিপত্রে, অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায় নানা অনুষঙ্গে বারবার এসেছে বিদ্যালয় কিংবা ঘরের শৃঙ্খলাবদ্ধ শিক্ষার মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার ছবি”[২](১০)। নিজের বাল্যকালে শিক্ষার

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.06

প্রারম্ভে এই ধরনের বিরূপ অভিজ্ঞতাই পরবর্তী কালে কবিগুরুকে উদবুদ্ধ করেছিল এমন এক শিক্ষা ভাবনার অবতারণা করতে যেখানে শিশুর স্বাধীনতা, তার সহজাত প্রবণতা, সর্বোপরি আনন্দের সংযোগ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল।

বিদ্যাশিক্ষার ক্ষেত্রে আনন্দের সঞ্চার করার জন্য রবীন্দ্রনাথ 'ব্রহ্মচর্যাশ্রমের' শিক্ষা ব্যবস্থাকে যে শুধু চার দেওয়ালের গণ্ডির বাইরেই নিয়ে এসেছিলেন তাই নয়, বরং এর সাথে তিনি শিক্ষার্থী দের অন্তরের স্বাধীনতা সূচিত করার জন্য তাদের ইচ্ছা, আগ্রহ ও সহজাত বৃত্তি অনুযায়ী শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি জানতেন প্রত্যেক শিশুর মধ্যে কোন না কোন বিশেষত্ব আছে, শিক্ষকের কাজ হল সেই বিশেষ প্রবণতা অনুধাবন করে শিক্ষার্থীকে তার ইচ্ছা বা আগ্রহ অনুযায়ী শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা। এর ফলে কোন বিষয়ের শিক্ষালাভ শিশুর কাছে বাধ্যতামুলক নিরানন্দময় হয়ে ওঠার পরিবর্তে আনন্দময় এক অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়। শিশু তার নিজ আগ্রহ অনুযায়ী শিক্ষালাভ এর সুযোগ পেলে আরও যা ভাল হতে পারে তা হল এক্ষেত্রে সে স্বেচ্ছায় বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে বিষয়টিকে যথাযথ ভাবে আয়ত্ত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করতেও উৎসাহিত হবে। তবে এখানে মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিবাদের অনুসরণে শিশুকে শুধুমাত্র অবাধ স্বাধীনতা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। স্বাধীনতা প্রদানের পাশাপাশি শিক্ষার্থী যাতে এই স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করতে পারে তার জন্য ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক আত্মনির্ভরতার শিক্ষা প্রদানের বিষয়টির ওপরেও গুরুত্ব প্রদান করেন। এই কারনে তিনি তাঁর বিদ্যালয়টিকে শহরের যান্ত্রিক সভ্যতার কৃত্রিম সুবিধা থেকে অনেক দূরে গড়ে তুলেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন কৃত্রিম সভ্যতার বাইরে অবস্থান করে শারীরিক ও মানসিক সঞ্চালনার মাধ্যমে শিশু বাল্যকাল থেকেই আত্মনির্ভর হয়ে উঠুক যাতে সে নিজেই ভাল মন্দের ভেদ করতে সক্ষম হয় এবং নিজের জীবন গড়ে তোলার জন্য সঠিক পথ নির্ণয় করার উপযুক্ত হয়ে ওঠে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চেয়েছিলেন শিশুদের জীবন থেকে সমস্ত রকমের কৃত্রিম আড়ম্বরের ভার অপসারণ করতে। এই কারণেও তিনি তাঁর স্বপ্নের ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে শহর থেকে দূরে স্থাপন করেছিলেন। তিনি জানতেন শিশুরা প্রকৃতির অত্যন্ত কাছের সামগ্রী, কাজেই বাল্যকালের স্বাধীন স্বাভাবিক ক্রীড়া থেকে অনাবশ্যক শাসনের বেড়াজালের মাধ্যমে তাদের বঞ্চিত করা অত্যন্ত অনুচিত কাজ। তিনি বলেছেন "ছেলেরা বিশ্বপ্রকৃতির অত্যন্ত কাছের সামগ্রী। আরামকেদারায় তারা আরাম চায় না, গাছের ডালে তারা চায় ছুটি। বিরাট প্রকৃতির অন্তরে আদিম প্রাণের বেগ নিগুঢ়ভাবে চঞ্চল, শিশুর প্রাণে সেই বেগ গতিসঞ্চার করে। জীবনের প্রারম্ভে অভ্যাসের দ্বারা অভিভুত হবার আগে কৃত্রিমতার জাল থেকে ছুটি পাবার জন্যে ছেলেরা ছটফট করতে থাকে, সহজ প্রাণ লীলার অধিকার তারা দাবি করে বয়স্কদের শাসন এড়িয়ে"[৩] (রবীন্দ্ররচনাবলী একাদশ খণ্ড ৭২৬)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সর্বদা চেয়েছেন, শিক্ষার ক্ষেত্রে নিয়ম কানুনের ভার

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.06

শিশুদের ওপরে এমনভাবে আরোপিত হোক যাতে তা শিশুদের স্বাভাবিক ছন্দের অনুকূল হয়। অহেতুক শাসনের ভার শিশুদের ওপরে আরোপ করার তিনি বিরোধী ছিলেন। এই কারণেই তিনি চেয়েছিলেন উচ্চ আদর্শের দ্বারা শিশুর অন্তরকে বাল্যকাল থেকেই শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে যাতে বহিরঙ্গের আচরণেও তার প্রতিফলন ঘটে এবং তার ফলে অহেতুক শাসনের প্রয়োজনীয়তাই সৃষ্টি না হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে মনের চিন্তাশক্তি ও কল্পনা শক্তির চালনার জন্যেও প্রকৃতির নৈকট্য প্রয়োজনীয়। তাঁর মতে প্রকৃতির রূপ, রস গন্ধ মানুষকে চিন্তা করার এত অসংখ্য বিষয়ের সন্ধান দেয় যা বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের গণ্ডির মধ্যে লাভ করা সম্ভব নয়। তবে, এর অর্থ এই নয় যে কবিগুরু নির্দিষ্ট বিষয়ের বিধিবদ্ধ পাঠ্যক্রমকে অবহেলা করেছেন। কবি এখানে যা বলতে চেয়েছেন তা হল, শিক্ষার ক্ষেত্রে আনন্দের যোগ সাধনের জন্য বিধিবদ্ধ পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি প্রকৃতির সচিত্র বৈচিত্র্যপূর্ণ জগতের অবস্থানও একই সঙ্গে প্রয়োজনীয়। রবীন্দ্রনাথ মনে করেছিলেন, শিশুর মানসিক বিকাশে প্রকৃতির মধ্যে যে উদারতার মন্ত্র বিদ্যমান রয়েছে তার এক সদর্থক প্রভাব রয়েছে। প্রকৃতির মাঝে অবস্থান করেই মানুষ উপলব্ধি করতে পারে যে, মানুষে মানুষে যে সামাজিক বা অর্থনৈতিক ভেদ তা মানুষের সৃষ্ট কৃত্রিম বিভাজন, প্রকৃতির নিকট সকলে সমান। মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ ভিত্তি স্থাপনের জন্য শিক্ষার প্রারম্ভেই শিক্ষার্থীর মনে এই সাম্যের ভাবনা জাগ্রত করা যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তা অনুভব করেছিলেন বলেই কবিগুরুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পাঠ্যক্রমে প্রকৃতি চর্চার ওপর গুরুত্ব স্থাপন করা হয়। দৈহিক বিকাশের ক্ষেত্রে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন গুরুকুলের শিক্ষাপদ্ধতির ন্যায় তাঁর আশ্রম বিদ্যালয়েও শিক্ষার্থীদের গোপালন, কৃষিকাজ, বাগান করা প্রভৃতি কাজে উৎসাহ দান করেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, "এইরূপে তাহারা প্রকৃতির সঙ্গে কেবল ভাবের নহে, কাজের সম্বন্ধও পাতাইতে থাকিবে"[৪] (ঠাকুর একাদশ খণ্ড রবীন্দ্ররচনাবলী ৫৬৬) । এছাড়াও ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পাঠ্যক্রমে অন্যান্য নানা রকম ক্রীড়া অঙ্গীভূত হয়েছিল, যেমন ফুটবল, ক্রিকেট, হাডুডু ও এর পাশাপাশি কুস্তি, জুজুৎসু, জিমন্যাস্টিকস, লাঠি খেলা, সাঁতার, ড্রিল, ব্যায়াম এবং পরবর্তী সময়ে বাস্কেটবল, ব্যাডমিন্টন, লন টেনিস, বিদেশী খেলা ক্রোকে ইত্যাদিরও প্রচলন হয়[৫] (অতনু কুমার বসু, আনন্দবাজার পত্রিকা, রবিবাসরীয় পৃ: ২)

রবীন্দ্র শিক্ষাভাবনায় দেখা যায় কেবলমাত্র দৈহিক ও মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রেই প্রকৃতি জগতের সাথে ব্যক্তির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপনের ওপরে গুরুত্ব প্রদান করা হয়নি বরং শিক্ষা পদ্ধতিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এমনভাবে উপস্থাপনের কথা বলেন যাতে তার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর নিজের বাস্তব জীবনের সাথে সাক্ষাৎ যোগ সাধন সম্ভব হয়। আবার, ব্যক্তি শুধুমাত্র নিজের জীবনের ক্ষুদ্র সীমায় বদ্ধ থাকুক সেটাও রবীন্দ্রনাথ কখনই চাননি, তাই তিনি ব্যক্তির শিক্ষাকে বিদ্যালয়ের

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.06

গণ্ডির বাইরে এমনভাবে স্থাপন করতে চেয়েছেন যাতে নিজ জীবনের ও সমাজের ক্ষুদ্র সীমা অতিক্রম করে মানব নিজেকে বৃহৎ ভূখণ্ড যা তার 'দেশ' তার সাথে নিজেকে যুক্ত করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন দেশকে প্রত্যক্ষভাবে জানার মাধ্যমে ব্যক্তির অন্তরে জাতীয়তা বোধ জাগ্রত হোক। এক্ষেত্রেও কবি বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের গণ্ডি ও গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে জ্ঞান লাভের গতানুগতিকতাকে অতিক্রম করার বিষয়ে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি তাঁর লেখায় বলেছেন, "বইপড়াটা যে শিক্ষার একটা সুবিধাজনক সহায়মাত্র তাহা আর আমাদের মনে হয়না, আমরা বই পড়াটাকেই শিক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া ঠিক করিয়া বসিয়া আছি"[৬] (রবীন্দ্ররচনাবলী একাদশ খণ্ড ৫৮৩)।

রবীন্দ্রনাথের মতে, নিজের দেশকে জানাই শুধু নয় যেকোনো বিষয় সম্পর্কে স্বাধীন ভবনা গড়ে তোলার জন্যে ব্যক্তির উচিৎ গ্রন্থের বাইরে বেরিয়ে এসে সেই বিষয়ের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসা যাতে অন্যের মতের ওপরে নির্ভর না করে নিজের মত করে ব্যক্তি সেই বিষয়কে আয়ত্ত করতে পারে। শিক্ষার ক্ষেত্রে যে কোন বিষয় সম্পর্কে প্রচলিত মতগুলি জানার জন্যে বইয়ের সাহায্য নিতে হবে একথা সত্য কিন্তু নিজের স্বাধীন মতামত গড়ে তোলার জন্যে বা নতুন উদ্ভাবনের জন্যে শিক্ষার্থীকে গ্রন্থের বাইরে, বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের বাইরে বেরিয়ে এসে প্রত্যক্ষ জগতের নিকট এসে দাঁড়াতেই হবে। রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন যেকোনো উদ্ভাবনী শক্তির মুলে বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট বোধ থাকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ব্যক্তি যে বিষয়ে তার নতুন চিন্তা শক্তির পরিচয় দেবে সেই বিষয়ে যদি তার প্রত্যক্ষ বোধ না গড়ে ওঠে তাহলে ওই বিষয় সম্পর্কে তার চিন্তাভাবনা সবই অদ্ভুত আকার নেবে। দেশ সম্পর্কে ধারণা গঠন করার ব্যাপারেও এই কথাটি প্রযোজ্য হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর রচনায় বলেছেন, "এক বই হইতে আর-এক বই উৎপন্ন হইতেছে, এক কাব্যগ্রন্থ হইতে আর এক কাব্যগ্রন্থের জন্ম, একজনের মত মুখে-মুখে সহস্র লোকের মত হইয়া দাঁড়াইতেছে, অনুকরণ হইতে অনুকরণের প্রবাহ চলিয়াছে – এমনি করিয়া পুঁথি ও কথার অরণ্য মানুষের চারদিকে নিবিড় হইয়া উঠিতেছে। প্রাকৃতিক জগতের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ ক্রমশই দূরে চলিয়া যাইতেছে"[৭] (রবীন্দ্ররচনাবলী একাদশ খণ্ড ৫৮৫)।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে একথা বলা যায় যে, রবীন্দ্র শিক্ষা দর্শনের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র বোধের চর্চার সাথে প্রকৃতিবাদের শিশুর স্বাধীন চিন্তা শক্তির বিকাশ সংক্রান্ত মতবাদ যথেষ্ট সঙ্গতিপূর্ণ, তবে এখানে মনে রাখতে হবে রবীন্দ্র শিক্ষা দর্শনে প্রকৃতিবাদের তাৎপর্য ঔপনিষদিক ভাববাদের উচ্চ আদর্শ চর্চার পরিপ্রেক্ষিতেই গৃহীত হয়েছে। হয়ত এই কারণেই রবীন্দ্র শিক্ষা দর্শনে শিশুর আত্মিক বিকাশে উচ্চ আদর্শ সম্পন্ন শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব সহকারে স্বীকার করা হয়েছে।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষা ব্যবস্থায় সুকুমার বৃত্তির চর্চা ও বিজ্ঞান চর্চায় প্রকৃতিবাদের গুরুত্ব

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা দর্শন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, জ্ঞানচর্চায় তিনি শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের বিধিবদ্ধ শিক্ষা পদ্ধতি বা গ্রন্থে বর্ণিত প্রচলিত মতবাদের মধ্যে শিক্ষার্থীকে আবদ্ধ করে রাখতে চাননি। তিনি চেয়েছেন ব্যক্তি বাহ্য জগতের রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ প্রভৃতির মাঝে অবস্থান করে জগতের মাঝে যে নিরন্তর আনন্দযজ্ঞ সংঘটিত হয়ে চলেছে তাতে অংশ গ্রহণ করুক। প্রকৃতির জল, হাওয়া, আলো আত্মস্থ করার মাধ্যমেই ব্যক্তির বিকাশ হোক। কবিগুরু কখনই চাননি শিক্ষাগ্রহণ শিশুর জীবনে কোন নিরানন্দময় এবং বৈচিত্র্যহীন ঘটনাক্রম হয়ে উঠুক। এই কারণেই ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষা ব্যবস্থায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পড়াশোনার পাশাপাশি সুকুমার বৃত্তির চর্চাকেও সমানভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। সুকুমার বৃত্তি চর্চার অঙ্গ হিসেবে নাচ, গান, ছবি আঁকা তো ছিলই, এর সাথে আবৃত্তি, সাহিত্য রচনা, সাপ্তাহিক সাহিত্য সভা, খেলাধুলা, শরীর চর্চা প্রভৃতিও অঙ্গীভূত হয়েছিল। দিলীপ কুমার রায়ের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "এটা আমি কিছুতেই ভেবে পাইনে যে নিরবচ্ছিন্ন রাজনীতির চর্চাতেই কী করে দেশ উদ্ধার পেতে পারে। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, নাচ, গান এদের কি কিছু দাম নেই। আনন্দকে অপাংক্তেয় করে রেখে এমন কি চতুর্বর্গ ফল লাভ হবে বুঝিনে। দেশের অস্থি মজ্জায় আনন্দকে চারিয়ে তোল, তাতে সব দিক থেকেই লাভ হবে, এমন কী রাজনীতির দিক থেকেও।......"[৮] (রবীন্দ্ররচনাবলী চতুর্দশ খণ্ড ৯৪২)। শিশুর জীবনে এই আনন্দ যোগ হেতুই রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষা দর্শনে তাথাকথিত পাঠ্যক্রমের বৈচিত্র্য হীনতার পাশাপাশি চারুকলা চর্চার উজ্জ্বল আনন্দময় ক্রীড়ায় ব্যক্তির কল্পনাকে মুক্ত করার পথের সন্ধান দিতে চেয়েছিলেন। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষা পদ্ধতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সুকুমার বৃত্তির চর্চার ক্ষেত্রেও কবি প্রকৃতির আনুকূল্য পেতে চেয়েছেন। তিনি চেয়েছিলেন প্রকৃতিতে বর্তমান বর্ণ, ছন্দ ও গতির যে সামঞ্জস্য তাকে আত্মস্থ করার মাধ্যমেই শিশু আপন অন্তরে বিদ্যমান কল্পনা রাজ্যের পরিপুষ্টি সাধন করুক। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্র গবেষক শ্রী পিনাকী ভাদুড়ীর রচনা থেকে উল্লেখ করা যায়, "প্রকৃতির উপর শুধু প্রভুত্ব করা নয়, বা প্রকৃতিকে শুধু ভোগ করা নয়, প্রকৃতির সাথে সম্মিলিত হওয়াই হল মানুষের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। তপোবনে প্রকৃতির সঙ্গে মনুষ্য চেতনার একটি পরিপূর্ণ যোগ ঘটিতে পারত। ইউরোপীয় সাহিত্য থেকে শেকস্পীয়ার এবং মিলটনের রচনার উদাহরণ দিয়েছেন তিনি, তাদের মধ্যে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সৌহার্দ্য ঘটেনি। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে রবীন্দ্রনাথ সেই সৌহার্দ্যই ঘটিয়ে তুলতে চেয়েছেন"[৯] (২৭-২৮)।

কবিগুরুর শিক্ষাভাবনার বিরুদ্ধে যে অভিযোগটি বিভিন্ন সময়ে উত্থাপিত হয় তা হল, এই শিক্ষাপদ্ধতিতে ভাবের চর্চার ওপর অধিক গুরুত্ব প্রদান হেতু বৈজ্ঞানিক বা যৌক্তিক বোধের চর্চা অবহেলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনায় ভাববাদের প্রভাব ছিল একথা সঠিক কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তিনি বিজ্ঞান চর্চার বিরোধী ছিলেন, বরং বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রেও তিনি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের ওপর গুরুত্ব দেন। তাঁর মতে, প্রকৃতির প্রতিদিনের পরিবর্তন, ঋতু পরিবর্তন,

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.06

প্রাণীজগতের বৈচিত্র্য, তাদের পরিবেশের সাথে অভিযোজন পদ্ধতি, অথবা মনুষ্য সমাজের বিবর্তনের ইতিহাস, এই সমাজ ব্যবস্থার বৈচিত্র্য শিক্ষার্থী তখনই উপলব্ধি করতে পারবে যখন সে বইয়ের কৃত্রিমতার বাইরে বেরিয়ে এসে সাক্ষাৎ বিষয়ের সান্নিধ্যে নিজের ভাবনার পরিচর্যা করবে। এই কারণেই তিনি বারংবার শিক্ষার্থীকে বইয়ের বাইরে বেরিয়ে এসে বাস্তব জগতের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের কথা বলেন। তাঁর মতে বিদ্যা শিক্ষায় বই আমাদের সহায়ক কিন্তু শুধুমাত্র বই নির্ভর পড়াশোনায় শিক্ষার্থীর স্বাধীন ভাবনার পরিচালনা সম্ভব নয়। কবিগুরু তাঁর আশ্রমে বৈজ্ঞানিক বোধের বা যৌক্তিক বোধের চর্চায় এক অনন্য সাধারন পন্থা প্রবর্তন করেছিলেন। রবীন্দ্র গবেষক শ্রী পিনাকী ভাদুড়ীর রচনা থেকে উল্লেখ করে বলা যায়, “রবীন্দ্রনাথ তাঁর পড়ানোর মধ্যে নতুন একটা জিনিষ শুরু করেছিলেন বাংলায় তাকে বলা যায় ইন্দ্রিয় বোধ চর্চা, ইংরেজিতে বলে sense training। একটি উদাহরন দেওয়া যাক – এক জায়গায় কতকগুলো কড়ির স্তূপ রাখা ছিল। ছেলেদের তার সংখ্যা বলতে হত আন্দাজে। একটা পাত্রে ৮/১০ রকম জিনিষ রাখা হত। একনজর দেখেই তাদের বিবরণ লিখতে হত ছাত্রদের। তাছাড়া আন্দাজে জিনিষের ওজন বলা, দৈর্ঘ্য অনুমান করা – এসবও চলতো। অনুমানের সঙ্গে মিলিয়ে আসল মাপটাও জেনে নেওয়া হতো। এভাবে ছেলেদের আন্দাজ করার শক্তি বেড়ে গিয়েছিল”[১০] (৬১)। ইন্দ্রিয় বোধ চর্চার জন্যে রবীন্দ্রনাথ যেসব বিষয় নির্ধারিত করেছিলেন তা হল, ১) দৃষ্টি চর্চা- দৈর্ঘ্য, উচ্চতা, গভীরতা, সংখ্যা, বিস্তার, ঘনত্ব অনুমান, ২) শ্রুতি চর্চা, ৩) স্পর্শেন্দ্রিয় চর্চা, ৪) ঘ্রাণেন্দ্রিয় চর্চা, ৫) গুরুত্ব, সময়, কোণের পরিমাণ অনুমান প্রভৃতি। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যে শুধুমাত্র বই পড়েই লাভ করা যায় না বরং তার জন্য যে বোধের চর্চা প্রয়োজনীয় তা অনুভব করেছিলেন বলেই, প্রকৃতিতে বিদ্যমান অতি সাধারণ বিষয়ের সাহায্যে শিক্ষা প্রারম্ভে শিশুর মধ্যে বিজ্ঞান চেতনা গড়ে তোলাই ছিল কবিগুরুর লক্ষ্য।

বর্তমান সময়ে রবীন্দ্র শিক্ষাভাবনার অন্তর্গত ‘প্রকৃতিবাদের’ প্রাসঙ্গিকতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর শিক্ষা পদ্ধতিতে বিভিন্নভাবে প্রকৃতিকে অঙ্গীভূত করেছেন। শিক্ষা ব্যবস্থায় এই প্রকৃতির ওপর প্রাধান্য দান মানব সমাজ এবং প্রাকৃতিক সমাজ উভয়ের উন্নতিতে সমান কার্যকর। প্রকৃতিকে অধিকারের মধ্যে দিয়ে যে মানব সমাজের যথার্থ উন্নতি সম্ভব নয় একথা উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তিনি মানব ও প্রকৃতির মধ্যে মেলবন্ধনের কথা বলেন। একথা সর্বজনবিদিত যে, যেকোনো রাষ্ট্র ব্যবস্থা বা সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষার ভুমিকা অপরিসীম। এই কারণেই কোন শিক্ষা তত্ত্ব এমনভাবে গড়ে তোলা প্রয়োজন যাতে সেই তত্ত্বের মাধ্যমে শিশুদের শৈশবকাল থেকেই প্রকৃতি সচেতন করে তোলা যায়। এই প্রয়োজনবোধেই রবীন্দ্রনাথ তথাকথিত

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.06

শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে এক অন্যতর শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলেন যেখানে সমগ্র প্রাণীজগতের সর্বাত্মক বিকাশের অনুকূল শিক্ষা দানের কথা বলা হয়। আজকের ভোগবাদী সমাজে মানুষ কেবল জীবিকা নির্বাহের পথের অনুসন্ধান কেই শিক্ষার পরম লক্ষ্য বলে মনে করে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেখিয়েছেন মানব সমাজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য শিক্ষাকে এক উচ্চতর আত্মিক চর্চার মাধ্যম হিসেবেও দেখা দরকার। সমস্ত জগতের মাঝে যে আত্মিক মিলনের সুর নিহিত তা উপলব্ধি করার জন্য শুধুমাত্র ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার জগতে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখা সঠিক নয়। যন্ত্র সভ্যতার উন্নতি সমাজ বা রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে আধুনিকতার শীর্ষে পৌঁছাতে হয়ত সাহায্য করে কিন্তু যন্ত্র সভ্যতার প্রভূত চর্চা মানব জীবনে প্রকৃতির গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের প্রতিকূল যাতে না হয়ে ওঠে, সেই বিষয়ে মানব সমাজকে অনেক বেশী যত্নবান হতে হবে।

আধুনিক সময়ে মানুষ শিক্ষাকে ডিগ্রী লাভ করার মাধ্যম হিসেবে অনেক বেশী গুরুত্ব প্রদান করে, কিন্তু সেই শিক্ষাকে কতখানি মানব সমাজের সদর্থক বিকাশে কাজে লাগাতে পারছে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। এই কারনে দেখা যায় মানুষের শিক্ষা বইয়ের পৃষ্ঠায় আবদ্ধ হয়ে থেকে যায়, মানব যাপনে তার কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকেনা। মানবের বিদ্যা এবং দৈনন্দিন ব্যবহারে কোন সংমিশ্রণ হয় না, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়,আধুনিক সমাজের শিক্ষা ব্যবস্থায় মানুষ যন্ত্র সভ্যতার বহুল ব্যবহারে দক্ষ হলেও নানাবিধ অযৌক্তিক ধর্মীয় কুসংস্কারের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে অক্ষম। কাজেই, আধুনিক সময়ে বিজ্ঞানশিক্ষা মানুষের জীবনের উপরিপ্রান্তে সভ্যতার প্রলেপ প্রদান করলেও তার বোধের সাথে মিশ্রিত হতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শৈশব কাল থেকেই ব্যক্তির মধ্যে বৈজ্ঞানিক বোধ গড়ে তুলতে যাতে মানুষের জীবন চর্চায় তার প্রতফলন ঘটে। আজকের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞান চর্চার ওপরে প্রভুত গুরুত্ব স্থাপিত হলেও প্রকৃতির লালন পালনে মানুষ যথাবিহিত গুরুত্ব প্রদান করেনা। এই স্ববিরোধী অবস্থান যে মানব সত্তার জন্য মঙ্গলজনক নয় এ কথা উপলব্ধি করেছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক বা যৌক্তিক বোধের চর্চায় প্রকৃতিকে অঙ্গীভূত করেছিলেন।

আজকের সময়ে শিশুদের জীবনে সহজ সরল স্বাভাবিক আনন্দের স্থান খুব স্বল্প। শৈশবকাল থেকেই তারা কৃত্রিম জীবনযাত্রায় অভ্যস্থ। এর ফলে, তাদের দৈহিক ও মানসিক বিকাশ বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশের সম্পূর্ণতা দানের জন্য তাকে প্রকৃতির স্বাভাবিক রং রূপ সমৃদ্ধ ক্ষেত্রে স্থাপন করার কথা বলেন। প্রকৃতির জল, হাওয়া ও আলোর মাঝে যেখানে সভ্যতার কৃত্রিম সুবিধেগুলি অনুপস্থিত সেখানে মানুষ বাধ্য হয় দেহের স্বাভাবিক শক্তিকে কাজে লাগাতে, ফলে যন্ত্র সভ্যতার ওপরে অতিরিক্ত নির্ভরশীলতার কুফল হিসেবে নানারকম শারীরিক ব্যাধির হাত থেকে মানুষ মুক্ত হতে পারে। কবিগুরুর মতে, বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের গণ্ডি মানুষের মানসিক শক্তির দুটি গুরুত্বপূর্ণ বাতায়ন চিন্তাশক্তি ও

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

কল্পনা শক্তির বিকাশে সহায়ক হয়না। বিশ্বপ্রকৃতির নৈকট্য মানুষের চিন্তাজগতকে কল্পনার বৈচিত্র্যময় জগতে মুক্তি প্রদান করে। বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র লীলাভূমিতে অবস্থান করেই মানুষ নিজ অন্তরের ভাব গুলিকে স্বাভাবিকভাবে, কোন রকম কৃত্রিমতা ছাড়া প্রকাশ করতে সক্ষম হয়। কিন্তু, আজকের সময়ে শিশুদের শিক্ষায় স্বাধীন চিন্তা প্রকাশের সুযোগ অত্যন্ত কম। এখনকার শিশুশিক্ষা পদ্ধতিতে এক ধরণের ভাবনার লালনপালনে উৎসাহ দেওয়া হয়। এর ফলে বর্তমান মানব সমাজে এক ধরণের ভাবনা চিন্তার গড্ডালিকা প্রবাহে কোন ব্যতিক্রমী চিন্তা ভাবনার স্থান বা সৃষ্টিশীল সত্তার আত্মপ্রকাশের সুযোগ অপ্রতুল। কিন্তু দেখা যায়, শিশুর জীবনে শিক্ষা পদ্ধতিতে বৈচিত্র্যহীনতা যে নিরানন্দের সঞ্চার করে তার ফলে পাঠ্য বিষয়ের প্রতি তাদের একধরণের অনীহা তৈরি হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বিষয়ে অবগত ছিলেন বলেই তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পাঠ্যক্রমে পুঁথিগত বিষয় চর্চার পাশাপাশি প্রকৃতি পাঠে অংশগ্রহণ করতে শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করেছিলেন।

বর্তমান সময়ে দ্রুতগতির জীবনে রমণীয় অবকাশের স্থান কোথাও লক্ষ্য করা যায় না। শিশুকাল থেকেই ভোগবাদী জীবনের আকাশচুম্বী চাহিদা অনুযায়ী নিজেদের প্রস্তুত করার ফলে মানুষের জীবনে অবকাশের আনন্দ ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে। বিশ্বপ্রকৃতির কাছাকাছি থেকে বিদ্যা শিক্ষা লাভ করলে শিক্ষার্থীর জীবনে এই অবকাশের প্রবেশ সহজে ঘটতে পারে। তার কারণ হল প্রকৃতির মাঝে এই অবকাশ পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে। প্রকৃতি তার নিজস্ব বর্ণ, ছন্দের গতিতেই অগ্রসর হয় সেখানে অহেতুক দ্রুততার কোন স্থান নেই। আধুনিক কালে শিক্ষা পদ্ধতিকে জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম হিসাবেই প্রধাণতঃ পরিগণিত করা হয়, ফলে অত্যধিক দ্রুততার সাথে সমস্ত পাঠ্য বিষয় গুলিকে শিশুদের আত্মস্থ করার ওপরে প্রাধান্য দেওয়া হয়। অত্যধিক দ্রুততার সাথে এই সমস্ত বিষয় পাঠের প্রাধান্য হেতু শিশু নিজের সুক্ষ্ম বৃত্তি গুলির চর্চা করতে ভুলে যায়। মানব শিশু ও যন্ত্রের মধ্যে সেক্ষেত্রে আর কোন পার্থক্য থাকেনা। এই যান্ত্রিক জীবন চর্যার পাঠ শৈশবকাল থেকেই শিশু আত্মস্থ করে এবং ধীরে ধীরে তার জীবন থেকে মানুষের যা কিছু নিজস্ব আবেগ অনুভূতি সেগুলি ক্রমশ অস্পষ্ট হতে থাকে। মানুষ তখন কেবল অর্থ রোজগারের এক যন্ত্রে পরিণত হয় যা ভোগবাদী জীবনের চাহিদা পূরণ করে ঠিকই কিন্তু মনুষ্যত্বের বোধকে ভুলিয়ে দেয়। মনুষ্যত্ব বোধের অভাব মানব সমাজে চূড়ান্ত আত্মবিচ্ছেদের পথকে প্রশস্থ করে। এই ধরনের আত্মবিচ্ছেদ কোন কল্যাণময় সমাজ বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে যে অনুকূল নয়, সেকথা বলাই বাহুল্য।

উপরোক্ত বিশ্লেষণের ওপরে ভিত্তি করে বলা যায়, প্রকৃতি চর্চায় অবহেলা যে শুধু প্রকৃতি জগতের অস্তিত্ব সঙ্কটের কারণ হয় তা নয়, বরং এর ফলে মানব অস্তিত্বও সংকটপূর্ণ হয়ে ওঠে। মানব অস্তিত্ব যে প্রকৃতিকে মান্যতার মাধ্যমেই টিকিয়ে রাখতে হবে, এই সত্য, বিভিন্ন সময়ে উৎপন্ন

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

মানব সমাজের বিপন্নতায় বারংবার উপলব্ধ হয়। কাজেই, রবীন্দ্রনাথের সূত্র ধরে বলা যায়, যখন মানব জীবন যাপনে নগর সভ্যতার চর্চা এবং প্রকৃতির সদর্থক মূল্যায়নের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যাবে, তখনই মানব অস্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন করা সম্ভব হবে।

উপসংহার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর শৈশবকালের বিদ্যাশিক্ষার যন্ত্রণাময় দিনগুলির অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতেই পরবর্তী জীবনে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম গড়ে তোলেন যেখানে শিশুরা বিদ্যাশিক্ষার ক্ষেত্রে কোন বিধিবদ্ধ নিয়মের গণ্ডিতে আবদ্ধ না থেকে উপযুক্ত শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে প্রকৃতির রূপ, রস, রঙের মাঝে অবস্থান করে আনন্দের সহিত যাতে শিক্ষা লাভ করতে পারে সে বিষয়টিকে নিশ্চিত করা হয়েছিল। কবিগুরু জানতেন শিশুরা প্রকৃতির অত্যন্ত কাছের সামগ্রী। কাজেই শিশু বয়সে তাদের নিজস্ব ক্ষেত্র থেকে দূরে সরিয়ে বিদ্যালয় নামক এক কৃত্রিম গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলা সঠিক কাজ নয়। শিশুর বিদ্যাশিক্ষায় যদি তার স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণ সম্ভব করতে হয় তবে বিধিবদ্ধ বিষয় শিক্ষার পাশাপাশি তার জীবনে আনন্দের সামগ্রীর উপস্থিতি থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। এই প্রয়োজনীয়তা হেতু তিনি তাঁর বিদ্যালয় কে নাগরিক সভ্যতা থেকে অনেক দূরে প্রকৃতির অবারিত ক্ষেত্রের মাঝে স্থাপন করেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, শিশুর কোমল মনের বিকাশে প্রকৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী ভূমিকা আছে। আজকের সময়ে নতুন প্রজন্মের শিশুদের জীবন সভ্যতার কৃত্রিম উপাদানের ভারে ভারাক্রান্ত। শিশুদের জীবনে সহজ সরল আনন্দের উপকরণ আজকের দিনে অপ্রতুল। এর ফলে বাল্যকাল থেকেই তারা আধুনিক জীবনের কৃত্রিমতায় অভ্যস্থ হয়ে উঠেছে। শিশুর জীবন যাতে আধুনিক জীবনের যান্ত্রিক কৃত্রিমতার ভারে ভারাক্রান্ত না হয়ে ওঠে তার জন্যই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে সর্বপ্রকারে সভ্যতার কৃত্রিমতা মুক্ত এক শিক্ষা অঙ্গন প্রস্তুত করতে চেয়েছিলেন।

রবীন্দ্র শিক্ষা দর্শনে যেহেতু প্রকৃতিবাদের পাশাপাশি ঔপনিষদিক ভাববাদের সমান প্রভাব রয়েছে, কাজেই এই শিক্ষা দর্শনে প্রকৃতিবাদের তাৎপর্যের পরিপ্রেক্ষিতে যে প্রশ্ন টি মুখ্য হয়ে ওঠে তা হল ভাববাদের কঠোর আদর্শ চর্চার সাথে প্রকৃতিবাদের ব্যাক্তি স্বাধীনতার তত্ত্ব স্বীকার করা কতখানি যুক্তিসঙ্গত? শিক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষকের ভূমিকা ও শিক্ষার বিষয় নির্বাচন প্রভৃতি বিভিন্ন দিক থেকে ভাববাদ ও প্রকৃতিবাদের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ঔপনিষদিক ভাববাদের দ্বারা প্রভাবিত রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শে উচ্চ আদর্শের চর্চা সবসময়েই মুখ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। কাজেই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, উচ্চ আদর্শ চর্চা যেহেতু কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলা সাপেক্ষ তাই সেক্ষেত্রে রবীন্দ্র শিক্ষা দর্শন শিক্ষার্থীদের জন্যে প্রকৃতিবাদ সমর্থিত ব্যক্তি স্বাধীনতার চর্চার উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রদান করতে কতখানি সক্ষম? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর শিক্ষা তত্ত্বে এই দুটি মতবাদের সমন্বয় এমনভাবে করেছেন যাতে তা এই দুটি মতবাদের স্বরূপ

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.06

ধর্মের বিরোধী না হয়। শিক্ষা পদ্ধতির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে এসে শিক্ষার্থীকে প্রত্যক্ষ বস্তুর সংস্পর্শে আসবার বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করেছেন আবার শিক্ষার বিষয় নির্বাচনে সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি মানবিকী বিদ্যা চর্চার ওপরে গুরুত্ব দিয়েছেন। আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে কবি এখানে স্ববিরোধী অবস্থান নিয়েছেন, কারণ প্রকৃতিবাদের প্রভাববশতঃ মানবীকি বিদ্যার পরিবর্তে বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহ দান করাই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। এখানে মনে রাখতে হবে তিনি মানবীকি বিদ্যা চর্চার ওপরে গুরুত্ব দিলেও বিজ্ঞান চর্চা বা যুক্তি বোধের চর্চাকে অবহেলা করেননি, বরং বিজ্ঞান চর্চা কে শ্রেণী কক্ষের মাঝে সীমাবদ্ধ করা রাখবার পরিবর্তে মানুষের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন। এখানে রবীন্দ্র গবেষক শ্রী সুধীর ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ থেকে উল্লেখ করা যায়, "শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রথম যুগের বিজ্ঞান চর্চার যেটুকু নিদর্শন পাওয়া যায় তা থেকে একথা স্পষ্ট সাহিত্যের রাজ্যে রাজপদে আসীন হয়েও বিজ্ঞান বিষয়কে কবি অবহেলা করেননি কখনোই। সাহিত্য ও বিজ্ঞান যে একই প্রবাহ তা মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন তিনি"[১১] (৬৮)। শিক্ষা ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা রক্ষায় তিনি প্রকৃতিবাদ ও ভাববাদী আদর্শ চর্চার সমন্বয় স্থাপন করেন। তিনি শিক্ষা ক্ষেত্রে কোন কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলার দ্বারা শিশুদের জীবনকে অহেতুক শাসনে বদ্ধ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। শিশুদের ওপরে যাতে নিয়ম শৃঙ্খলার বন্ধন আরোপ করারই প্রয়োজন না হয় তার জন্যে শিশুকাল থেকেই মূল্যবোধের শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিক্ষিত করে তোলার কথা বলেন যাতে তারা অন্তর থেকেই শিক্ষা ক্ষেত্রে কোন অন্যায় পথ অবলম্বনে বাধা প্রাপ্ত হয়। কবি শিক্ষা ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যে শাস্তি দানের পরিবর্তে শিশুর অন্তর পরিবর্তনের ওপরে অধিক গুরুত্ব অর্পণ করেন। এখানে পুনরায় প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, মূল্যবোধের চর্চায় শিশু কতখানি স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করবে? এর উত্তরে বলা যায় শিক্ষার্থী দের আধ্যাত্মিক সাধনা বা মূল্যবোধের চর্চায় উৎসাহী করার ক্ষেত্রে কবিগুরু শিক্ষকের ভূমিকাকে গুরুত্বপূর্ণ বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন শিক্ষকের মধ্যে সদর্থক মূল্যবোধের প্রকাশ শিক্ষার্থীকে ওই ধরণের মূল্যবোধের চর্চায় উৎসাহিত করবে। এতদসত্ত্বেও রবীন্দ্র শিক্ষা দর্শনে আধ্যাত্মিক চর্চার ক্ষেত্রে প্রকৃতিবাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা কতখানি স্বীকৃতি লাভ করে সেই বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ থেকে যায়। কারণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে আধ্যাত্মিক চর্চায় কোনরূপ শিথিলতাকে কখনই প্রশ্রয় দেননি বরং এই ধরনের চর্চায় শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দানের জন্যে নিত্যনতুন পথ আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন শিশুদের একটি বড় ভাবের মধ্যে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে। এই ধরনের অধ্যাত্মবাদের চর্চা ও প্রকৃতিবাদের ব্যক্তি স্বাধীনতার সমন্বয় প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের স্বপক্ষে যা বলা যায় তা হল, কবিগুরু চেয়েছিলেন ব্যক্তি স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্রের চর্চা যেন স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত না হয়। মানুষ নিজ স্বাধীনতার অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে যেন অপরের প্রতি কর্তব্যকে অবহেলা না করে এই বিষয়টি সুনিশ্চিত করার

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.06

জন্যেই কবিগুরু তাঁর শিক্ষা দর্শনে প্রকৃতিবাদের ব্যক্তিস্বাধীনতার চর্চাকে ভাববাদের উচ্চ আদর্শের চর্চার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করতে চেয়েছেন।

পরিশেষে, যা বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা দর্শন তাঁর সমন্বয়বাদী মনোভাবের প্রকাশ। শিক্ষা যাতে ব্যক্তির সম্পূর্ণ বিকাশের সহায়ক হয়, সেই বিষয়েই কবিগুরু অধিক গুরুত্ব স্থাপন করেছেন। তিনি জানতেন মানুষের দুটি দিক, একটি বাহ্যিক এবং অপরটি মানসিক। কাজেই, এই উভয় সত্তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ মানবের যথাযথ আত্মপ্রকাশকে সুনিশ্চিত করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন তাঁর শিক্ষা দর্শনে বিভিন্ন ভাবধারার সমন্বয় সাধন করেন তখন কোন্ ধরনের শিক্ষা মানুষের সম্পূর্ণ বিকাশের সহায়ক হবে সেই সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা তাঁর মনে ছিল। কাজেই, বিভিন্ন দার্শনিক ভাবধারার অংশ গুলিকে সেইভাবেই সমন্বিত করেন যাতে তা মানব সমাজের সম্পূর্ণ বিকাশের সহায়ক হয়। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন যে, ব্যক্তিকে বাহ্যিক স্বাধীনতা না দিয়ে যদি শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রদান করা হয় তাহলে এই ধরণের জ্ঞানের কঠোর আদর্শ পালনের বাধ্যবাধকতা মানুষের স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশে বাধা দান করে। কবিগুরু উপলব্ধি করেছিলেন, ব্যক্তির জীবনে যদি আনন্দের যোগ সাধন করতে হয় তাহলে তার আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা থাকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আবার, আধ্যাত্মিক বিকাশ ব্যতীত যদি ব্যক্তিকে বাহ্যিক অবাধ স্বাধীনতা প্রদান করা হয় তাহলে মানুষ সেই স্বাধীনতার সদর্থক ব্যবহারের পরিবর্তে নঞর্থক ব্যবহার করতে পারে। এই কারণেই তিনি ব্যক্তির অন্তরের বিকাশকে এমন পূর্ণতার রূপ দিতে চেয়েছিলেন যাতে মানুষ তার বাহ্যিক স্বাধীনতার অপব্যবহার করতে না পারে। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা দর্শন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ব্যক্তির শুভ সত্তায় তিনি অসীম বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। মানবের শুভ সত্তায় অসীম বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে কবি মানব সমাজের বিকাশকে এমন পথে চালিত করতে চেয়েছিলেন যাতে মানুষের প্রতিটি কর্মে, কথায় এবং চিন্তায় সেই শুভ সত্তার প্রকাশ ঘটে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জানতেন, এই শুভ সত্তার উপলব্ধিই ব্যক্তিকে তার প্রাপ্ত বাহ্যিক স্বাধীনতার যথার্থ তাৎপর্য বুঝতে সাহায্য করবে।

তথ্যসূত্র

১। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, "*রবীন্দ্ররচনাবলী- একাদশ খণ্ড (প্রবন্ধ-আশ্রমের রূপ ও বিকাশ)*", জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫ শে বৈশাখ ১৩৬৮, পৃ: ৭২৫

২। ঘোষ সমীর, "*শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ইতিবৃত্ত*", '*শিক্ষাভাবনা*' সম্পাদনা শ্রী অভ্র ঘোষ, কলিকাতা, কিশোর ভারতী উন্নয়ন সংস্থা, ২০০১, পৃ: ১০

৩। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, "*রবীন্দ্ররচনাবলী-একাদশ খণ্ড (প্রবন্ধ-আশ্রমের রূপ ও বিকাশ)*", জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫ শে বৈশাখ ১৩৬৮, পৃ: ৭২৬

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

৪। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, "*রবীন্দ্ররচনাবলী-একাদশ খণ্ড (প্রবন্ধ-সিক্ষা সমস্যা)"* জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫ শে বৈশাখ ১৩৬৮, পৃ: ৫৬৬

৫। বসু কুমার অতনু, "*কবির প্রিয় গোরার নামেই শান্তিনিকেতনের গৌরপ্রাঙ্গণ*', রবিবাসরীয়, কলিকাতা, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১ লা অক্টোবর ২০২৩, পৃ: ২

৬। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, "*রবীন্দ্ররচনাবলী-একাদশ খণ্ড (প্রবন্ধ-আবরন)",* জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫ শে বৈশাখ ১৩৬৮, পৃ: ৫৮৩

৭। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, "*রবীন্দ্ররচনাবলী-একাদশ খণ্ড (প্রবন্ধ-আবরন)",* জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫ শে বৈশাখ ১৩৬৮, পৃ: ৫৮৫

৮। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, "*রবীন্দ্ররচনাবলী-চতুর্দশ খণ্ড (প্রবন্ধ-আলাপ- আলোচনা)",* জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫ শে বৈশাখ ১৩৬৮, পৃ: ৯৪২

৯। ভাদুড়ী পিনাকী, "*সকল শিক্ষা দিলেম ফাঁকি",* কলিকাতা, টেগোর রিসার্চ ইন্সিটিউট রবীন্দ্র চর্চা ভবন, ১৮০৮ ৮ ই অগ্রহায়ন, পৃ: ২৭-২৮

১০। ভাদুড়ী পিনাকী, "*সকল শিক্ষা দিলেম ফাঁকি",* কলিকাতা, টেগোর রিসার্চ ইন্সিটিউট রবীন্দ্র চর্চা ভবন, ১৮০৮ ৮ ই অগ্রহায়ন, পৃ: ৬১

১১। ভট্টাচার্য সুধীর, "*শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রথম যুগের বিজ্ঞানচর্চা",* 'শিক্ষাভাবনা' সম্পাদনা শ্রী অভ্র ঘোষ, কলিকাতা, কিশোর ভারতী উন্নয়ন সংস্থা, ২০০১, পৃ: ৬৮

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore